দ্বিতীয় সবুজ 'বিপ্লবী' শাসক- কর্পোরেটদের চিনুন !

*ঠান্ডা ঘরে ছয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে দু'দিনব্যাপি কর্মশালার মধ্য দিয়ে **'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'** এর মহিমা প্রচার করে গেলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং শরদ পাওয়ার। পাশে বসেই তাতে সায় দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কৃষিমন্ত্রী নরেন দে। কিন্তু একটা কথা একবারও উচ্চারিত হল না যে, এই 'বিপ্লব' আসলে একটা কর্পোরেট **'সবুজ লুন্ঠন'** পরিকল্পনা, যার মূল ভিত্তি ২০০৫ সালে ভারত- আমেরিকার মধ্য স্বাক্ষরিত দেশবিরোধী কৃষিচুক্তি **'একেআই'**। এর ব্যাপ্তি কৃষি উৎপাদন, বন্টন থেকে গৃহস্থালীর হেঁসেল – শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরিষেবা বাণিজ্য সর্বত্র প্রসারিত। এক কথায় গোটা অর্থনীতিটাকেই গিলে খাবে এই একেআই চুক্তি।*

আমরা যাঁরা সিঙ্গুর- নন্দীগ্রাম পর্বে একসাথে রাস্তায় হেঁটেছিলাম, কেমিক্যাল হাব স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলাম, সেজের বিরুদ্ধে, হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলাম, তাঁদের সবাইকে জানানো দরকার, এই ভয়ঙ্কর কর্মসূচী রূপায়নের অর্থ একটা সিঙ্গুর, একটা নন্দীগ্রাম, একটা নয়াচর কিম্বা একটা হরিপুর নয়। হাজারটা সিঙ্গুর, হাজারটা নন্দীগ্রাম, হাজারটা হরিপুর, হাজারটা ভোপাল কিম্বা হাজারটা বিদর্ভ। কৃষি,শিক্ষা,গবেষণা,স্বাস্থ্য,পরিবেশ,অর্থনীতি,সংস্কৃতি এমন কিছুই নেই, যা 'একেআই' চুক্তির আওতায় পড়ছে না। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের তুলনায় একটা সিঙ্গুর তো নস্যি !

সত্যিটা জানুন !

সন্তর্পনে একটা কথা চেপে যাওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে না, এই 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে'র ভিত্তি ২০০৫ সালে স্বাক্ষরিত ভারত- মার্কিন **একেআই** চুক্তি। যার সম্পূর্ণ নাম - নলেজ ইনিসিয়েটিভ অন অ্যাগ্রিকালচার, এডুকেশন, ট্রেনিং, সার্ভিসেস অ্যান্ড কর্মারশিয়াল লিঙ্কেজেস। **২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় বসে এই চুক্তিতে সই দিয়ে বলেছিলেন - একেআই চুক্তি 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত' (harbinger of second green revolution)**। এই চুক্তির আসল কারিগর আমেরিকার কৃষি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি। এরা ভারতের উর্বর জমির দখল নিয়ে চুক্তিতে নিজেদের প্রয়োজন মত ফসল ফলিয়ে বিদেশে রপ্তানি করতে চায়, যার সাথে ভারতীয় নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তার কোন সম্পর্কই নেই।'খাদ্য নিরাপত্তা'র প্রচার আসলে এক ভাঁওতা।

কৃষক নয়- এই বিপ্লবের (?) মূলে কর্পোরেট

এটা ভাবতে লজ্জা হয়- আমেরিকার মনসান্টো, আর্চার ড্যানিয়েল মিডল্যান্ড (এডিএম) এবং ওয়ালমার্ট, আতি মুনাফাবাজ এই তিনটে কোম্পানির বিশ্ব বাণিজ্যনীতি –ভারতের মত একটা স্বাধীন দেশের কৃষিনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তিন তারকাই ভারতে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে'র নেপথ্য নায়ক- যারা প্রত্যেকে এই 'একেআই' বোর্ড সদস্য। লক্ষ্যণীয় এই মনসান্টো কোম্পানি বিশ্বের এক নম্বর কৃষি রসায়ন এবং বীজ কোম্পানি। এডিএম সর্ববৃহত খাদ্যপণ্য বিক্রেতা। আর ওয়ালমার্ট তো বিশ্বের খুচরো বাজার (রিটেল) গিলে খাবার একচেটিয়া বোয়াল মাছ - যে কোম্পানির বার্ষিক আয় নিম্ন আফ্রিকার সমস্ত দেশের জাতীয় আয়ের চাইতেও বেশী। এই চুক্তি কার্যত কৃষি উপকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং খুচরো ও পাইকারি ব্যবসার একচেটিয়া কারবারিদের এক অশুভ আঁতাতের ফলশ্রুতি, যার সাথে দেশজ দোসর হিসেবে জুটেছে টাটা, মিত্তাল, আম্বানি গোয়েঙ্কারা। দেশবাসীর কাছে ওরাই কোম্পানিগুলির স্বদেশী মালিক !

এই চুক্তির ফলে কী কী হচ্ছে এবং হবে

এই **একেআই** চুক্তি মেনেই দেশের কৃষি এবং খুচরো ব্যবসায় বৃহৎপুঁজির প্রবেশ ঘটছে। রাজ্যে রাজ্যে বদলে নেওয়া হচ্ছে এপিএমসি আইন- যার ফলে এখন সমস্ত রাঘব বোয়ালেরা সরাসরি চুক্তিচাষে ঢুকে পড়েছে। নিজেদের পছন্দমত চাষ করাচ্ছে- পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটক সহ অন্যত্র। দেশের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে বিদেশী কোম্পানীগুলি ঢুকে পড়ছে- সেখানে বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে শংসাপত্র লিখিয়ে নিচ্ছে। বিটি বেগুনের ক্ষেত্রে যা প্রমাণিত। এই চুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে মনসান্টোর মত বীজ এবং রসায়ন কোম্পানিগুলি যাতে বীজের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করতে পারে সে জন্যে আসছে বীজ আইন। কৃষকের হাত থেকে বীজ সংরক্ষণ এবং বিনিময়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কোম্পানি বীজ ছাড়া অন্য কোনও বীজ যেন চাষ করা না যায় তার ব্যবস্থা পাকা হচ্ছে। আগাম বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন বদলে নেওয়া হয়েছে- তাই বিশ্ববাজারের সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে হু হু করে। আগামী দশকে খাদ্য পণ্যের দাম যে আরও বাড়বে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসংঘের নানা রিপোর্টে তা জানিয়েছে। কৃষি দ্রব্য মানেই এখন খনিজ সোনা - ফাটকাবাজরা তাই খাবারের বাজারে বিনিয়োগ করে মূল্য আরও চড়িয়ে দিচ্ছে। যার ছিঁটেফোটাও কৃষক পাবে না, সিংহভাগটাই যাবে অতিদানব এই সমস্ত উঠতি মধ্যস্বত্বভোগিদের পেটে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ধান,গম ইত্যাদি চাষের এলাকা কমানো হবে। বাড়ানো হবে সবজি এবং ফলের চাষ- যা প্রক্রিয়াকরণের পরে পাড়ি দেবে বিদেশে।

একেআই চুক্তির আদলে দেশের জাতীয় কৃষিনীতি তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেখানে কৃষকদের কোন সমস্যা নিয়েই আলোচনা হয়নি। গোটাটাই কর্পোরেটদের চাহিদা অনুযায়ী সাজানো। এমন ছক কষা হচ্ছে যে তার ফলে কৃষির খরচ এত বাড়বে যে সাধারণ কৃষক আর চাষ করতে পারবে না - জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এ হল উচ্ছেদের নতুন কৌশল।

আজকে যেখানে বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট বাড়ছে, তখন পৃথিবীজুড়ে উর্বর কৃষিজমি নিজেদের দখলে রাখতে চাইছে আন্তর্জাতিক খাদ্য এবং কৃষিপণ্যের কারবারিরা। পাঞ্জাবে ইতিমধ্যেই গ্রামের পর গ্রাম দখল হয়ে গেছে। সেখানে পশুখাদ্য তৈরী হয়ে পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে- আর স্থানীয় মানুষ এবং পরিবেশ বিষে নীল হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এর ফল হয়েছে ভয়াবহ। দেনার দায়ে সারা দেশে আত্মহত্যা করছে হাজার হাজার কৃষক। ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত দেশে ১,৮২,৯৩৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন – অর্থাৎ গড়ে প্রতি তিরিশ মিনিটে একজন।

রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান

ভারত- আমেরিকার চুক্তি মেনে, কৃষক তথা আমজনতার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, ভূমিসংস্কারের বিপরীত পথে হেঁটে আজ যখন দেশের কৃষি এবং বাণিজ্য নীতির আমূল রদবদল করা হচ্ছে, কর্পোরেটের অঙ্গুলিহেলনে পালটে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক আইন, তখন ডান- বাম নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলি **'একেআই'** নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। **১২৩** পরমাণু চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয়, তখন বাম দলগুলি বলেছিল এর ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব রসাতলে যাবে। অথচ তার চাইতেও হাজার গুণ ভয়ঙ্কর যে **কৃষি জ্ঞান চুক্তি** তা নিয়ে তারা টুঁ শব্দটি করলেন না। দেশবাসীর অন্নদাতাদের বিরুদ্ধে এতবড় একটা চক্রান্ত সংগঠিত হচ্ছে, যার ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ভয়ঙ্কর রকমের বিপর্যস্ত হবে, তখন সরকারি জমিতে সরকারি খরচে একের পর এক হিমঘর স্থাপন করে তা তুলে দেওয়া হচ্ছে একচেটিয়া কারবারিদের ফসল সংরক্ষণের জন্য, যাতে তাদের বাড়তি মুনাফা নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে সমস্ত কৃষি সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবার জন্যে বসছে রেলের পণ্য করিডোর। ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক। এ এক আশ্চর্য চক্র – **পিপিপি**। অর্থাৎ, মুনাফা ওদের- জল, জমি, মেহনত ও খরচ আমাদের !

প্রথম সবুজ বিপ্লব

ইতিমধ্যেই সরকার, এমন কী ভারতে **প্রথম সবুজ বিপ্লবের** মূল প্রবক্তা স্বামীনাথনও আজ স্বীকার করছেন - প্রথম সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতার মূল্য দিচ্ছে কারা ? প্রথম সবুজ বিপ্লবের আঁতুরঘর পাঞ্জাব। যাকে গর্ব করে বলা হত ব্রেড বাস্কেট অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের খাদ্যভান্ডার। আজ সেই পাঞ্জাব- **ভারতের ক্যান্সার বেল্ট**। চালু হয়েছে **ক্যান্সার এক্সপ্রেস** - ভাতিন্ডা থেকে বিকানির। ট্রেন নম্বর **৩৩৯**। কোনও পরিবারের দশজন, দশজনই আক্রান্ত। জলে, মাটিতে বিষ। বিষাক্ত বাতাস। যে সমস্ত অঞ্চলে মনসান্টো, কার্গিলের মত কর্পোরেটরা ঢুকেছে সেই অঞ্চলগুলোই পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। কাজেই ব্যর্থতা মানে শুধুমাত্র ফসলের উৎপাদন হ্রাস নয় - ব্যর্থতার মূল্য অনেক সুদূরপ্রসারী। যেমন এই পশ্চিমবঙ্গ। ৩৪১ টা ব্লকের মধ্যে এই রাজ্যে ৮১টা ব্লক আর্সেনিক আর ৪৯ টা ব্লক আক্রান্ত ফ্লোরাইডের বিষে। বাংলায় আগে চাষ হত প্রায় ৫০০০ প্রজাতির ধান। এক বিপ্লবের ধাক্কায় যেখানে প্রায় ৪৫০০ প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে গেছে। তখন বিজ্ঞানীদের দিয়ে বলানো হয়েছিল 'সবুজ বিপ্লব' কৃষকের ঘরে এনে দেবে অভুতপূর্ব সমৃদ্ধি, যা পরে তাঁদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে চলে গেছে। ছোট কৃষক বড় কৃষকের হাতে জমি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। কমে গেছে মৌমাছি, হারিয়েছে জীব বৈচিত্র- যার অর্থ গরিব মানুষের খাবারে টান পড়া। দ্বিতীয় বিপ্লবে এই সংকট আরও তীব্র আকার নেবে। হয়ত গোটা পূর্বাঞ্চলটাই যুক্ত হবে ক্যান্সার বেল্টে। এই পথ প্রশস্ত করতেই আজ ভুল- স্বীকারের কৌশল এবং দ্বিতীয় 'বিপ্লব'- এর প্রচারে স্বামীনাথনের শশব্যস্ততা।

বিজ্ঞানী শিক্ষক চিকিৎসকদের বিরোধিতা

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব এর বিরোধিতা আর একেআই চুক্তি বাতিলের দাবিতে উক্ত কর্মশালার প্রাক- মুহূর্তে ৯ই জুলাই ২০১০ রাজ্যের **কৃষিমন্ত্রী নরেন দে'র সাথে দেখা করে ফামার তরফে লিখিত আপত্তি** জানিয়ে এসেছেন নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র, বিজ্ঞানী পার্থ সারথী রায়, অরুণ কান্তি বিশ্বাস, অভী দত্ত মজুমদার, চিকিৎসক ডঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত প্রমুখ। তাঁদের মত এর মধ্য দিয়ে সেই নীলচাষ, বাংলার দুর্ভিক্ষের কালো দিনগুলো ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। গোটা পূর্বাঞ্চল অচিরে মরুভূমিতে পরিণত হবে।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভাতে মারার পরিকল্পনা

'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' কৃষক এবং ছোট ব্যবসায়ী সহ কয়েক কোটি মানুষকে ভাতে মারার পরিকল্পনা। কৃষি, পরিবহন, বন্টন খুচরো ও পাইকারি ব্যবসা তথা বাজার ব্যবস্থা - সবটাই গিলে খাবার এক ভয়ঙ্কর এই পরিকল্পনার পক্ষে যারা ওকালতি করছেন, তারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে একটা দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আসুন তাই দেশবিরোধী দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের বিরুদ্ধে সরব হই। এ দায় দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর – অন্য কেউ কাজটা করে দেবে না।

একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চের (ফামা) আশিস কুসুম ঘোষ ২৬৬/১ সি আইটি স্কিম- ৬, কলকাতা- ৫৪ কর্তৃক প্রকাশিত।